আল আসর

১০৩

নামকরণ

প্রথম আযাতের “আল আসর” (الغُصَر) শহদটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিন হবার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানী বলেছেন। কিন্তু মুফাসসিরগণের বিপুল সংখ্যাপরিমাণ অংশ একে মক্কা সুরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এই সুরার বিষয়কৃত সাফ দেয়, এটি মক্কা যুগেরও প্রথমিক পর্যায়ে নাযিন হয়ে থাকবে। সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে বক্কিয়া ও অভাব হয়নারাই বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হতো। এটাকে নাযটা একবার সুনার পর তুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারতো না এবং আপনা আপনি লোকের মুখে মুখে তা উচ্চারিত হতে থাকতো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সুরাটে ব্যাপক অর্থবোধক বক্তিবর্ণ বাক্য সমাহিত বাগীর একটি অতুলনীয় নমুনা। কিছুটা মাপারেকা শহরের মধ্যে গোরের অঞ্চল একক তাহার রেখা দেয়া হয়েছে যা বর্ণনা করার জন্য একটি রিজার্ট গ্রহণ যেখানে নয়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাষায় মানুষের সাফল্য ও কলাপের এবং তার ধর্ম ও সবনাশের পথ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শফেই ইয়াহী বলেছেন, লোকেরা যদি এই সুরাটি সম্পর্কে চিত্তাভাবনা করে তাহলে এই একটি সুরাই তাদের হেদায়তের জন্য যেখানে। সাহাবায় লেখারের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অন্তর্নিহিত সুরা। হযরত আবদুলজ্জাহ ইবনে ইসুন দারীমী আবু মদিনার বর্ণনা অনুযায়ী রসূল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়া সালামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে দুই বাক্স বখ্ত ন্যায় পরিপূর্ণ মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সুরা আসর না শুনানো পর্যন্ত পর্যন্ত থেকে বিদায় নিতেন না। (তাবারাইনি)।
সময়ের ক্ষম। মানুষ আসলে বড়োই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তবে তারা ছাড়া যাবে ইমান এখানে ও সকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে হক কবার ও সবার করার উপদেশ দিতে থাকেন।

1. এ সূরার একবার ওপর সময়ের ক্ষম খোদায় হয়েছে যে, মানুষ বড়োই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে এককালে তারাই রক্ষা করেছে যারা চাই এটি সুপারিশ করেন। (১) ইমান, (২) সম্মান, (৩) পরিসরকে হকের উপদেশ দেয় এবং (৪) একে অন্যকে সবার করার উপদেশ দেয়। আল্লাহর এই বাণীর অর্থ সুপারিশের অন্যায় এখানে প্রতিটি আশের ওপর পূর্ববর্তী টিয়া-ভবন করা উচিত।

ক্ষম সময়ের ইতিপূর্বে আমি বহুবার সুপারিশের আলোচনা করেছি। আল্লাহ সৃষ্টিকূলের কোন কবুর এটুকু অতিনব ও বিনাশকরতার জন্য কখনো তার ক্ষম খানি। বরং যে বিষয়টি দ্রুত করা উদ্দেশ্য হলে এই বিষয়টি তার সত্যতা দ্রুত করে বলেই তার ক্ষম থেকে এসেছেন। কাজেই সময়ের ক্ষমের অর্থ হচ্ছে, যাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধিত চাই গুপিকীর রেখে তারা ছাড়া বার্তা সমা মানুষ বিলীন ক্ষতির মধ্যে অবহমান করছে, সময়ের সাধ্য।

সময়ের বিষয়টি সময়—অতীত কালও হতে পারে আবার চলতি সময়ও। এই চলতি বা বর্তমান কাল অসম্ভব সমান দীর্ঘ সময়ের নাম। বর্তমান কাল গুপিকী বিলীন হচ্ছে এবং অতীত হয়েছে। আবার ভবিষ্যতের গর্ত থেকে প্রতিটি মৃত্যু বের হয়ে এসে বর্তমানে গুপিকী হচ্ছে এবং বর্তমান থেকে আবার তা জীবের বিলীন দেখতে হয়।

এখানে যেহেতু কোন বিশেষতাটি ছাড়াই তুলু সময়ের ক্ষম খোদায় হয়েছে, তাই তুলু ধরনের সময়ের কাল এর অজ্ঞাত হয়। অতীতের ক্ষম খোদায় মানে হচ্ছে; মানুষের ইতিহাস এর সাক্ষ দিয়ে, যারাই এই গুপিকী বিলীন হচ্ছে তাই পরিমাণ ফিরিতে হচ্ছে। আর বর্তমানের ক্ষম খোদায় অর্থ বুদ্ধি হলে প্রথমে একটি ভালোভাবে বুদ্ধি নিতে হবে যে, বর্তমানে যে সময়টি পারিবাহিত হচ্ছে সেটি আসলে এমন একটি সময় যা প্রত্যেক বাণী ও অভিকে দুরিয়াই কাজ করার জন্য দেয়া হচ্ছে।
পরিকার হলো একজন ছাত্রকে প্রশ্নগুলির জবাব দেবার জন্য। যে সময় দেয়া হয় তাকে তার সাথে এর জুড়ে করা যেতে পারে। নিজের মত তে কিছু জেনে যানে সেকেন্দ্রের কাটের চালার গতি দেখা করলে এই সময়ের দৃষ্টিতে অতিরিক্ত হবার বিষয়টি উপস্থাপন করা যাবে। অথবা একটি সেকেন্দ্র সময়ের একটি বিভাগ অংশ। একটি সেকেন্দ্র আলো এক লাখ হিজাবী হাইর মাইনার পথ অতিক্রম করে। এখনো আমরা না জানতে পারলে আমাকে রাখো এমন অনেক যিনিও তাওতে পারে যে এর চাইতেও দৃষ্টি গতি সম্পন্ন। তবু পিছুর সেকেন্দ্রের কাটার চালার গতি তাই নেই যা যাদের জন্য সৃষ্টি হয় তার মধ্যেই সংজ্ঞার হয়ে, এ ব্যাপারটি নিয়ে যদি আমরা চিনতে তাহলে আমার অনুভূতি করে দেখা যে, এই দৃষ্টি অভিহিত সময়ই হচ্ছে আমদের আসল মূলধন। ইমাম রায়ী এই পর্যায়ে একজন মনীষীর উক্তি উক্ত করেন। তিনি বলেনঃ "একজন ব্যক্তিগত কাছ থেকে আমি সুরা আলাবরের অর্থ বুঝছি। সে হাজার হাজার হাজার কথা চলেছিল— দেখা করে এমন এক ব্যক্তি প্রতি যার পৃষ্ঠ গলে যাচ্ছে। দেহ করলে এমন এক ব্যক্তি প্রতি যার পৃষ্ঠ গলে যাচ্ছে। তাতে একবার শুনে আমি কলম, এটি হয়ে আসছে আমরা যে যারা পৃষ্ঠ গলে যাচ্ছে তাকে তার মধ্যে দৃষ্টি গতি হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নেই নেমারে যেখানে মানুষ কাজ করা যাচ্ছে তাহলে যেটিই মানুষের জীবন শান্তি।" কাজেই চম্পার কথাটি কথাটি এই সূরায় যে কথা বলা হচ্ছে তার অর্থ এই যে, এই দৃষ্টি গতির সময় সাফ দিয়েছে, এই চারটি গুলাবী শুনায় মানুষের যা কাজেই নিজের জীবন কাজ অভিহিত করে তার সব চেয়ে দৃষ্টির সৌরা বেকিয়ে নয়। এই চারটি গুলো গ্রাহিত হয়ে যাচ্ছে যারা দৃষ্টি কাজ করে একজন তারোই লাভবান হয়। এটি তিন হলনি ধরনের একটি কথা যেমন একজন মানুষ পরিণত হলে নিয়মিত সময়ের মধ্যে প্রশ্নগুলির জবাব দেবার পরিবর্তে অনেক কাজ সময় না করে, তাকে আমরা হেনের যেমানে দাবানা ঘড়ির দিকে অংশী নির্দেশ করে বলি : এই দৃষ্টি গতির সময় বলে নিজের শুধুমাত্র কাজ করেছি। যে হাত এই সময়ের প্রতিটি মুর্তী নিজের প্রশ্নগুলির জবাব দেবার কাজ করেছি একজন সেই লাভবান।

মানুষ শান্তিটি একবার। কিন্তু পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পদ করে দেবার করে তার থেকে আলাবরা করে নেয়া হচ্ছে। এ কারণে একবার অর্থনীতি মানতে হবে যে, এখনে মানুষ শান্তির জন্য হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও সমাজ মানব সম্পদর এর মধ্যে সমানভাবে শান্তি। কাজেই উপরান্তে চারটি গুলাবী কোন বাছু, জীবন বা সরা দুরিন্দির সময় মানুষের যার ই-মধ্যে থাকাকে না সে-ই অভিহিত হবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সত্তা প্রমাণিত হবে। এটি তিন হলনি ধরনের ব্যাপার যেমন আমল বলি, যেমন মানুষের শুধু ধারক। এ কারণে এর অর্থ হবে, যে সার্বজনস্তম্ভ ধ্রুপদী, এক ব্যক্তি থেকেও, একটি জাতি যেখানে বা সরা দুরিন্দির মানবেরা সবাই মিলে থেকে বিশ্বের ধ্রুপদী ও সহারক গুণ অপরিবর্তনীয়। এই ব্যক্তি যেখানে বা একটি জাতি যেখানে অথবা সরা দুরিন্দির সময় মানুষ যেমন যা ঘটে রয়েছে এ দৃষ্টিতে তার মধ্যে গুণগত কোন ফলাফল দেখা যাবে না। অনুরূপভাবে মানুষের অন্য সংস্কার করা হলে।

আমিনা
উপ্রমিত চারটি গুণবলী শুনা হওয়া যে কৌতুকের কারণ, এটি একটি অকটা সত্য। এক ব্যক্তি এই গুণবলী শুনা করে অবশ্য কোন জ্ঞান বা সারা দুনিয়ার মানুষের কৌতুক করা, অঙ্কন করা এবং পরস্পরকে বাতিল কাজে উপাদান করা ও নকসের বন্দী করার উপর দেবার ব্যাপারে একমত হয়ে যাক তাতে এই সার্বজনীন মূলনীতিতে কোন পার্থক্য বৃদ্ধি হয় না।

এখন দেখা যাক কৌতুক শব্দটি কৌরবান মহীশূন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানিক অর্থে কৌতুক হচ্ছে লাতের বিপরীত শব্দ। বাবসায়ের ফেরে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সত্য লোকসান হয়। পূরা বাবসায়ের ব্যবহার করে থাকে তখনা এর ব্যবহার হয়। আবার সমস্ত পুষ্ক লোকসান দিয়ে যখন কোন বাবসায়ের দেশকালী হয় যায় তখনা এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কৌরবান মহীশূন্য এই একই শব্দকে নির্দেশ দিলে পরিভাষায় পরিণত করে কলাণ্ড ও সত্যকার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করছে। কৌরবানের সাফল্যের ঠাঁশা যেমন নির্মি পার্থিব সম্পত্তির সামাজিক নয় কিন্তু দুর্লভ থেকে নিজে অর্থাভার পরিবর্তন মানুষের প্রতি ও সমাজের নমুনায় এর অন্তর্ভুক্ত, অনুসংগতি তার কৌতুক ধারণাতে নির্মি পার্থিব বার্তা ও দুর্বলতার সামাজিক নয় কিন্তু দুর্লভ থেকে নিজে অর্থাভার পরিবর্তন মানুষের সমাজের সমাজ বার্তা ও অসাধ্য এর আরোপ হয় যায়। সাফল্য ও কৌতুকের কৌরবানী ধারণার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন স্থানে করে এসেছি। তাই এখানে আবার তার পুনরানুষ্ঠিত কোন প্রতিজ্ঞা দেব না। (দেখুন তাক্ষিমূল কৌরবান, আন আরফার ১ টিকা, আন আনকাল ৩০ টিকা, ইউনিয়ন ২৩ টিকা, বন ইন্দুরবল ২১২ টিকা, আন বজর ১৭ টিকা, আন মুস্লিমনী ১, ২, ১১ ও ৫০ টিকা এবং লোকমান ৪ টিকা, আন যুক্ত ৪০ টিকা)। এই সংগে একটাই বলেন বুঝে নিতে হবে যে, যদিও কৌরবানদের দৃষ্টিতে আদেশের মানুষের সাফল্যের হীনতা তার আসল সাফল্য এবং আদেশের তাদের বার্তাতই আসল বার্তা। তবুও এই দুনিয়ায় মানুষের যেসব জিনিসকে সাফল্য নামে অভিহিত করেছে তা আসল সাফল্য নয় কিন্তু এই দুনিয়ার এই তার পরিমাণ কৌতুকের আকারে দেখা দেখাবে এবং যে জিনিসকে মানুষ কৌতুক মনে করেছে তা আসল কৌতুক নয় বরং এই দুনিয়ার এই তালিকায় পরিণত হয়েছে। কৌরবান মহীশূন্যের বিভিন্ন স্থানে এই সময় রচনা করা হয়েছে। যেহেতু স্থানে আমি এর ব্যাখ্যা করে এসেছি। (দেখুন তাক্ষিমূল কৌরবান আন নামুল ২৬ টিকা, মারামাই ৫৫ টিকা, বা-হা ৫৫ টিকা)।

এখন এই সূরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণবলী উপস্থিতিতে মানুষ কৌতুকের অবস্থায় থাকতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যায়।

এর প্রথম শুটি হচ্ছে ইমান। যদিও এ শব্দটি কৌরবান মহীশূন্য কোন কোন হয় নির্মিত মৌলিক দীর্ঘকালীণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন আন নিসা ১৩৭ আয়াত, আল মাযেদাহ ৫৪ আয়াত, আল আনফাল ২০ ও ২৭ আয়াত, আন নিসাবা ৫৮ আয়াত এবং...
আস্তাফ ২ আয়াত) যতো আসল ব্যবহার হয়েছে সারা দিলে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা অর্থে। আরো ভাষায় এই উল্লেখ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আত্মাচারণ মুখ্যতে এর অর্থ হয় (তাকে সত্য বলেছে ও তার প্রতি আস্তাফ স্থাপন করেছে) যার প্রতি আস্তাফ স্থাপন করেছে। কুরআন যে ইমানকে প্রকৃত ইমান বলে গণ্য করে নিয়ে আরো আয়াত লেখতে তুলে ধরা হয়েছে।

"যারা যা ইমানের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ইমান আনে আর তারপর সহজে লিগ হয় না।" (আল হ্যাদুরা ১৫)

"যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব আর তারপর তার ওপর অবিচল হয়ে গেছে।" (হা-মীম আস সাজাদাহ ৩০)

"এমন মুমিন যা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ইমান আনে আর তারপর সহজে লিগ হয় না।" (আনফাল ২)

"যা ইমান এনেছে, তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ও অত্যন্ত মজবুতির সাথে ভালোবাসে।" (الفُلُوسِ ২৩:১)

"কাজেই, না (হে নবী) তোমার রবের কসম, তোমা কখনোই মুমিন নয়, যতক্ষন না তাদের পরামর্শ বিরোধে তোমাকে ফাযরসালারায় হিসেবে না মেনে নেয়। তারপর যা কিছু তুমি ফাযরসালা করা সে ব্যাপারে তোর মেনে কোন প্রকার সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক করে না না বরং মেনে ধারণ নেয়।" (আন নিসা ৬৫)

নিয়ে আরো আয়াতটিতে ইমানের মৌখিক বৈকারিকি ও প্রকৃত ইমানের মধ্যে পার্থক্য আরো বোঝা করার আস্তাফ হয়েছে। এখানে কথা হয়েছে, আল্লাহ সকল দেহে প্রকৃত ইমান, মৌখিক বৈকারিকি হয়েছে; "হে ইমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ইমান আনো।" (আন নিসা ১৩৬)

এখন পূর্ব দেখা দেয়, ইমান আনা করতে কিছু ওপর ইমান আনা বুঝতে? এর অর্থে বলা যায়, কুরআন মতে একটি একেবারে সুপ্ত তাত্ত্বিক যোগ্য করা হয়েছে। প্রথম আল্লাহকে মানা। নিশ্চয় তার অস্তিত্ব মেনে নেয়া যায়। বরং তাকে এমনভাবে মানা।
ফাতহীমুল কুরান

৫২৩

সূরা আল আসর

যাতে বুঝা যায় যে, তিনি একমাত্র প্রভু ও ইলাহ। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব কোন অন্যান্য নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদত, ব্রতই ও অন্যান্য কাজের অধিকারী। তিনিই ভাষা গড়েন ও ভাবেন। বাদার একমাত্র তাঁই কাছে প্রার্থনা এবং তাঁই প্রের নির্দেশ করা উচিত। তিনি যে কাজ হ্রদ্য দেন তা করা ও যে কাজে থেকে বিদ্যমান যাচীন না করা বাদার ওপর করা। তিনি সবকিছু দেখান ও শোনেন। মানুষের কাছে কাছে তাঁর দৃষ্টি আকাশে থাকা তো দূরের কথা, যে উদ্দেশ্য ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে মানুষ কাজটি করত তাঁর, অগ্রসর থাকা না। বিভিন্ন রূপলীখ মানা। তাঁকে আল্লাহ নিয়ুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে মানা। তিনি যাঁর কিছু প্রশস্ত যে আল্লাহ পথ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অস্বাভাবিক বৃহদাকার বলে মনে নেয়। কেবলমাত্র, অনন্য নির্দেশ, আল্লাহ বিতাড়িত সমাহার এবং বুদ্ধিমানদের প্রতি ইমান আনাও এই রূপের প্রতি ইমান আনার অন্তরূপ। কারণ আল্লাহর রূপপ্রদর্শন এই উচিত। উদ্যানে দিয়েছেন। আল্লাহর আখ্যায়িক মানা। মানুষের যাঁর বর্ণনা নির্দিষ্ট থেকে থাকার পথ ও শেষ নয়, বরং মূর্তির পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছে হবে, নিজের এই দৃষ্টি করে যে কিছু কাজ করতে আল্লাহর সামনে তাঁর জ্ঞানবিদিক করতে হবে এবং হিসেবের নিকটে যে বোধ সংগঠন হবে তাদেরকে পুনরুদ্ধার করা হবে এবং যা আজ প্রাপ্ত হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, এই অর্থে আখ্যায়িককে মনে নেয়। ইমান, নৈতিক চরিত্র ও জীবনের সমন্বয় বর্ণনা ও জন্ম এটি একটি মজুম বৃহিণ্ড সবার করে। এর পরে একটি পক-পরিবার জীবনের ইমানত গড়ে উঠতে পারে। নয়ন যেখানে আসতে ইমানের অভিপ্রেত নেই সেখানে মানুষের জীবন তরুণ বিতৃতি স্থান না কেন তাঁর অন্য একটি নৌকা বিহিন আকাশের মতো। এই আমগো ভোরদের সাথে যেনে থেকে যেহেতু একটি একক স্থানে থাকতে পারে না।

ইমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বিচার করা জন্য বিভিন্ন যে একটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সংক্ষেপ। ফ্রান্সের পরিবারের একটি বলা হয় সন্নিপাত। (মহানাম) সহ সংক্ষেপ এর অন্তরূপ। কোন ধরনের সংক্ষেপ ও সংবিধান এর বাইরে থাকে না। কিছু কোথায় দৃষ্টিবিধী যে কাজের মূল ইমান নেই এবং যে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি প্রদত্ত হেদায়তের ভিত্তিতে সম্পর্কিত হয়নি তা কখনই 'সাধনাত্মক' তথা সংক্ষেপের অন্তরূপ হতে পারে না। তাই ফ্রান্সের মহানামের সবার সংক্ষেপের অঙ্গ ইমানের কথা কথা হয়েছে এবং এই সৃষ্টিও ইমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে। ফ্রান্সের কোন এক জাগরণও ইমান ছাড়া সংক্ষেপের কথা কথা হয়নি এবং কোথাও ইমান বিহিন কোন কাজের পুনর্নির্দেশ দেবার আগামো নেয়া হয়নি। অন্যান্যকে মানুষ নিজেকে কাজের সাহায্যে যে ইমানের সত্যতার প্রমাণ প্রের করে সেটি হয় নির্জনসম্প্রদায় ও কল্যাণকর ইমান। অন্যথায় সংক্ষেপ বিহিন ইমান একটি দায়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষের এই দায়ী সর্ব্বাঙ্গ যান আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি নির্দেশিত থাকে ছুঁড়ে অন্য পথে চলে তখন আসলে সে নিজেই তাঁর এই দাবীর প্রতিবাদ করে। ইমান ও সংক্ষেপের সম্পর্ক বীর ও বুদ্ধির মতো। বীর মাত্র মধ্যে না থাকা পর্যন্ত কোন বুকে জুড়ে পারে না। কিন্তু যদি বীর মাত্র মধ্যে থাকে এবং কোন বুক না গন্য তাহলে এর অর্থ দাত্তত্ব মাত্র বুকে বীরের সমাধি রচিত হয়ে গেছে।

এর ফলে ফ্রান্সের মহানামে শতাধিক সুসংবদ্ধ নেয়া হয়েছে যা এমন নব লক্ষদৃশ্য দেয়া।

আমগো
হয়েছে যারা ইমান এনে সৎকাজ করে। এই সুরায়ও একাধিকই কথা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, মানুষকে ধর্মের হাত থেকে বাচাবার জন্য বিতর্কের স্থান তাদের অপরিহার্য প্রয়াণ নেটি হয়েছে ইমান আনার পর সৎকাজ করা। অন্য কথায়, সৎকাজ ছাড়া নিহতক ইমান মানুষকে ফ্রিডম হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

উপরোক্ত শুনোলো তো বিতর্কিত পৌরাণ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে। এরপর এ সুরার আরো দুটি বাতিক শুনো। এই কথা থাকে, যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের পরপরের হক কথা বলার ও হক কাজ করার এবং তাদের পক্ষে অবলম্বন করার উপদেশ দিতে হবে। এর অর্থ হবে, প্রথম ইমানদার ও সৎকাজদের পৃথিবী পৃথিবী বাতিক হিসেবে অবহিত না করা উচিত। বরং তাদের সমিলে একটি মূল ও সসমাজের গোড়া উঠতে হবে।

বিতর্ক এই সুরায় থাকে বিতৃত না হলে যারা পাইতু সমাজের প্রতিক বাতিকের উপলক্ষ করতে হবে। এ জন্য এই সমাজের প্রতিক বাতিক অন্যতম হক পথ অবলম্বন ও সব করার উপদেশ দেবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হক শুনো বাতিকের বিপ্লব। সাধারণ এ শুনো দুই অর্থে বহুবক্ত হয়ে থাকে।

এঃ সৃষ্টি, নিরূপ, যাত, মায়া ও ইনসাইক অনুসারী এবং রাক্সিকান ও ইমান বা পারিস বিবাহের সাথে সম্পর্কিত প্রকৃতি সত্য অনুসারী থাক। দুইঃ আচারহর্ষ, বাদার বা নিদের যে হকটি দায়িত্ব করা মানুষের জন্য বাতিক হয়ে থাকে। কাজেই পরপরের হকের উপদেশ দেবার অর্থ হবে, ইমানদারের এই সমাজটিতে এমনি অনুভূতির নয় যে, এখানে বাতিক মাথা উঁচু করতে এবং সমাজের বাতিককে বাজার করতে যে দেখানো শোনা তার নির্দশ হয় মাত্র। বরং যখন ও যেখানেও বাতিক মাথা উঁচু করতে তখনই সেখানে হকের আওয়াজ বুলন্দকারী তার মোকাবেলায় গেলে আসে, এই সমাজে এই প্রাধিক সক্রিয়তার প্রবাহিত থাকে।

সমাজের প্রত্যেক বাতিক নিজেই কেবল সত্যির্মিত, সত্য নীতি ও নায়া নিদর্শন ও প্রতিক্ষিত থাকে। এবং হকদারের হক আদায় করতেই কৃপ হয় না এবং অন্যদেরকে এই কর্মকর্তাদের অবলম্বন করার উপদেশ দেবে। এই বিচিত্রিতাই সমাজকে নীতির পতন ও অবশ্য থেকে রক্ষা করার জামাত দেয়। যদি কোন সমাজে এই প্রাণ রক্ষা না থাকে তাহলে সে সত্যির হাত থেকে বাচতে পারবে না। যারা নিদেরের হাতের হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু নিদেরের সমাজে হকের বিধান হতে দেখে নিবন্ধ থাকবে তারও একদিন এই অন্যতম হক বিধান ঘটবে।

একাধিকই সুরার মাঝারের বলা হয়েছে। সৃষ্টি, প্রকৃতি এই ইতিহাস এবং মুক্তির মুখ দিয়ে বিনি ইনসাইকের ওপর নানা করা হয়েছে। এই সুরায় উক্তরাজ হল এই যে, তাদের সমাজে সোনার ও মুক্তির পাটিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সন্তানের পরপরের সাথে যারা বাদারা থাকে যেমন থেকে বিতৃত হয় (৭৮-৭৯ আয়াত) আবার একাধিকই সুরার আরেকে এতে বলা হয়েছে।

সুরার আয়াতের হয়েছে বলী ইসলামের যখন প্রকাশে শিক্ষার বিধান অমান্য করে মাঝ ধরেন শুরু করে যখন তাদের ওপর যারার নামি করা হয় এবং সেই আযাব থেকে একজন তাদেরকেই বিজ্ঞাপন হয় যারা সোনাকের এই সোনার কাছে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। (১৬৩-১৬৬ আযাত) সুরা আয়াতের হয়েছে একাধিক এতে বলা হয়েছে; সেই ফিনালি থেকে নিজস্বেরকে রক্ষা করা যার কৃতির প্রভাব আমারা
বিশেষভাবে ওদূরে সেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গোনাই করবে। (২৫ আয়াত)-এ জানাই সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাকে উমাতে মুসলিমার দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। (আলে ইমরান ১০৪) সেই উমাতকে সর্বোচ্চ উমাত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে।
(আলে ইমরান ১১০)

হকের নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ঈমানদারগণের প্রতি মানুষের দৃষ্টিতে বীর্য জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তির পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। অর্থাৎ, হকে সময় করতে ও তার অনুষ্ঠান হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা-বিপন্ন সমৃদ্ধি হতে হয় এবং এপথে যেসব কষ্ট, পরিস্থিত, বিপদ-আপদ, আত্মা ও বনানা মানুষকে নিরন্তর নীরুত্ব করে তার মোকাবেলায় তারা পরস্পরকে অভিলাষ ও দূরপদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বদলাশৃদ্ধ করার জন্য তাদের প্রয়োজনীয় বাল্মীকি অন্যকে সাহস যোগ্যতে থাকবে। (দেখুন তাফসীর কুরআন, আদু দাহর ১৬ ধাকা এবং আল বালাদ ১৪ ধাকা)।